খসড়া

বিদ্যুৎ আইন ২০১৫ (মে, ২০১৫)

বিল নং- , ২০১৫

বিদ্যুৎ সংক্রান্ত Electricity Act, 1910 রহিতপূর্বক সংশোধনসহ উহা পুনঃপ্রর্বতনের উদ্দেশ্যে আনীত বিল

যেহেতু দেশের বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন এবং বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত Electricity Act, 1910 রহিতপূর্বক উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল: -

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ**।- (১) এই আইন বিদ্যুৎ আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকারী গেজেটে তারিখ উল্লেখপূর্বক প্রজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে ইহা কার্যকর হইবে।

(৩) এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা** ।- বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) “অনুমোদিত ত্রুটি” অর্থ বিতরণ লাইসেন্সী এবং গ্রাহকের মধ্যকার বিদ্যুৎ মিটার বিষয়ে পারস্পরিক সম্মত ত্রুটি এবং আন্তঃসংস্থা এনার্জি আদান প্রদান বিষয়ে সম্মত ত্রুটি;

(২) “অপ্রচলিত জ্বালানি” অর্থ সচরাচর বানিজ্যিক জ্বালানির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত কয়লা, গ্যাস, পেট্রোলিয়াম জ্বালানি ব্যতীত জ্বালানির অন্যান্য উৎস যেমন নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও অন্য কোন নতুন উৎস হইতে প্রাপ্ত জ্বালানি;

(৩) “অজীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র” অর্থ এইরূপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র যাহা জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যতীত অন্যান্য জ্বালানি দ্বারা চালিত হয়;

(৪) “আইএসও” অর্থ এই আইনের ১০ ধারা-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিপেনডেন্ট সিস্টেম অপারেটর;

(৫) “আন্ডার গ্রাউন্ড লাইন” অর্থ বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণের জন্য ভূ-গর্ভে স্থাপিত বৈদ্যুতিক লাইন;

(৬) “উৎপাদন কেন্দ্র” অর্থ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং কোন ইমারত, প্ল্যান্ট ও সংশ্লিষ্ট উপ-কেন্দ্র, যাহা উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, এবং অনুরূপ সাইটও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৭) "এরিয়াল লাইন" অর্থ বিদ্যুৎ সঞ্চালন এবং সরবরাহ লাইন যাহা ভূমির উপর এবং উন্মুক্ত আকাশে স্থাপন করা হয়;

(৮) "ওয়েস্ট হিট রিকভারি" অর্থ কোন শিল্প কারখানা হইতে নির্গত উত্তাপকে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুনরায় শক্তি হিসাবে বাণিজ্যিক ব্যবহার;

(৯) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন;

(১০) "ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ উৎপাদন" অর্থ কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, যাহা হইতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রধানতঃ তাহার বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে;

(১১) "কো- জেনারেশন" অর্থ এমন একটি ব্যবস্থা, যাহার মাধ্যমে যুগপৎভাবে বিদ্যুৎসহ দুই বা ততোধিক ধরণের শক্তি পাওয়া যায়;

(১২) "কোম্পানি" অর্থ কোম্পানি আইন-১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর আওতায় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান;

(১৩) "গ্রাহক" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি বিতরণ লাইসেন্সী কর্তৃক বিদ্যুৎ সরবরাহ পাইয়াছেন অথবা কোন স্থান বা বাড়ির মালিক বা দখলকার যাহার স্থাপনায় বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন করা হইয়াছে;

(১৪) "জন নিরাপত্তা" অর্থ সরকারী সম্পত্তি, রাস্তা, রেলপথ, বিমানবন্দর, বন্দর, খাল, নৌবন্দর, ঘাটি, নৌযানে আরোহন ও অবরোহনের রাস্তা, সেতু, গ্যাস লাইন এবং উহাদের যন্ত্রপাতি, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বা অন্যান্য বৈদ্যুতিক সিগনাল লাইন, যাহা সরকার বা অন্য কোন সংস্থার মালিকানাধীন বা তদ্দ্বারা পরিচালিত সম্ভাব্য ঝুঁকি পরিহারকল্পে গৃহীত ব্যবস্থা;

(১৫) "জীবাশ্ম জ্বালানি" অর্থ কয়লা, কয়লাজাত দ্রব্য, প্রাকৃতিক গ্যাস, ক্রুড পেট্রোলিয়াম বা পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য অথবা অন্য কোন হাইড্রোকার্বন এবং অনুরূপ অন্যান্য দ্রব্য;

(১৬) "জ্বালানি" অর্থ নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং এইরূপ জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে সৃষ্ট শক্তি;

(১৭) "ট্যারিফ গ্রাহক" অর্থ এইরূপ ব্যক্তি যিনি ধারা ১৩ এর অধীন বিদ্যুৎ সংযোগ বা সরবরাহের জন্য অনুরোধ করেন এবং তদনুযায়ী বিতরণ লাইসেন্সী কর্তৃক বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়;

(১৮) "দৈনিক জরিমানা" অর্থ কোন অপরাধের কারণে দায়ী কর্তৃক প্রতিদিনের জন্য প্রদেয় অর্থ;

(১৯) "নির্ধারিত তারিখ" অর্থ এই আইনের অধীন সরকার, কমিশন বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্ধারিত তারিখ;

(২০) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি অথবা ক্ষেত্রমতে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(২১) "নির্ধারিত অনুমোদিত ত্রুটি" অর্থ কমিশন কর্তৃক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অনুমোদিত ত্রুটি;

(২২) "নবায়নযোগ্য জ্বালানি" অর্থ বায়োমাস (জ্বালানি কাঠ, ধানের তুষ, আখের ছোবড়া, বর্জ্য ইত্যাদি), বায়োফুয়েল, বায়োগ্যাস, হাইড্রো-পাওয়ার, সৌর শক্তি, বায়ু শক্তি, হাইড্রোজেন সেল, জিওথার্মাল, জোয়ার-ভাটা ও ঢেউ ইত্যাদি হইতে সৃষ্ট শক্তি;

(২৩) "নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবস্থা" অর্থ এমন ব্যবস্থা, যেখানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার পূর্বক বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এবং যাহা কমিশন কর্তৃক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত কার্যক্ষমতা ও মান নিশ্চিত করে;

(২৪) "পাওয়ার সেল" অর্থ ৬২ ধারার অধীন প্রতিষ্ঠিত সেল;

(২৫) "পূর্তকর্ম" অর্থ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ লাইন সংশ্লিষ্ট নির্মাণ কাজ, মেশিনারি বা যন্ত্রপাতি স্থাপন বা পুনঃস্থাপন বা ইহার পূর্ত নির্মাণ কাজকে বুঝাইবে;

(২৬) "পাবলিক ল্যাম্প" অর্থ জনসাধারণের চলাচলের কোন রাস্তা, পার্ক বা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য অন্য কোন স্থান আলোকিতকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক বাতি;

(২৭) "প্রি-পেমেন্ট মিটার" অর্থ এইরূপ মিটার যাহা বিতরণ লাইসেন্সী কর্তৃক গ্রাহককে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ পরিমাপের জন্য গ্রাহকের আঙ্গিনায় স্থাপন করা হয় এবং যেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পূর্বেই গ্রাহককে অর্থ পরিশোধ করিতে হয়;

(২৮) "বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক" অর্থ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন কর্মরত বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক এবং ধারা ৬৩ এর অধীন নিযুক্ত কোন বিদ্যুৎ পরিদর্শকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৯) "পথস্বত্ত্ব অধিকার" অর্থ ভূমিতে বা উহার নিচে বা উপর দিয়া বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন বা স্থাপিত লাইন বহাল রাখা এবং বৈদ্যুতিক লাইন পরিদর্শন, ব্যবস্থাপনা, মেরামত, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা অপসারণের জন্য উক্ত ভূমিতে লাইসেন্সীর প্রবেশের জন্য অধিকার;

(৩০) "ফ্রাঞ্চাইজি" অর্থ কোন নির্দিষ্ট এলাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সরবরাহের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি;

(৩১) "বাংলাদেশ ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) - এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক;

(৩২) "বিদ্যুৎ বোর্ড" অর্থ Bangladesh Power Development Board Order, 1972 (P.O. No. 59 of 1972) - এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫৭নং আইন) এর অধীনে গঠিত বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড;

(৩৩) "বিদ্যুৎ লাইসেন্স বোর্ড" অর্থ অত্র আইনের ধারা ৬৩ (২)- এর অধীনে গঠিত বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের বিদ্যুৎ লাইসেন্স বোর্ড;

(৩৪) "বিএসটিআই" অর্থ The Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXVII of 1985) - এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন;

(৩৫) "বিতরণ মেইন" অর্থ এমন কোন সরবরাহ লাইন যাহার সহিত বিদ্যুৎ সংযোগ লাইন স্থাপন করা হইয়াছে;

(৩৬) "বসবাস গৃহ" অর্থ ব্যক্তিগত বসবাসের উদ্দেশ্যে নির্মিত কোন ইমারত বা ইমারতের অংশ বিশেষ, অথবা ব্যক্তিগত বাড়ি এবং উক্ত ইমারতের অন্তর্ভুক্ত বা সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয় এইরূপ বাগান, আঙ্গিনা, বহিঃআঙ্গিনা এবং সংলগ্ন ঘরও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩৭) "বিদ্যুৎ" অর্থ যে কোন উদ্দেশ্যে উৎপাদিত, সঞ্চালনকৃত, বিতরণকৃত, সরবরাহকৃত বা ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক শক্তি;

(৩৮) "বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন" অর্থ তার, পরিবাহী বা অন্য কোন মাধ্যম যাহা বিদ্যুৎ পরিবহন, সঞ্চালন বা বিতরণের জন্য ব্যবহৃত, এবং উক্ত তার, পরিবাহী বা মাধ্যমের কেসিং, কোটিং, কভারিং, টিউব, পাইপ বা ইন্সুলেটর, সহযোগী তার বা কোন বস্তু যাহা বিদ্যুৎ পরিবহন, সঞ্চালন বা বিতরণের সহিত সংশ্লিষ্ট;

(৩৯) "বিদ্যুৎ ইউটিলিটি" অর্থ এমন আইনগত সত্ত্বা, যাহা বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ বা ক্রয়-বিক্রয় কাজে নিয়োজিত;

(৪০) "বাল্ক ট্যারিফ" অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত যে মূল্যহারে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড অথবা অনুরূপ অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা, কোম্পানি, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বা উহার আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-কে পাইকারী বিদ্যুৎ বিক্রয় করে;

(৪১) "ব্যক্তি" অর্থ কোম্পানি, সমিতি বা ব্যক্তিসমষ্টি, যেইগুলি সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪২) "মেইন" অর্থ বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন যাহার মাধ্যমে লাইসেন্সী কর্তৃক জনসাধারণকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়;

(৪৩) "মিটার" অর্থ বিদ্যুৎ শক্তি পরিমাপক যন্ত্র যাহা দ্বারা গ্রাহকের ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়।

(৪৪) "রাস্তা" অর্থে জনসাধারণের চলাচলের অধিকার রহিয়াছে এইরূপ কোন সড়ক, গলি, স্কোয়ার, গৃহপ্রাঙ্গণের সড়কগলি, যে কোন পথ বা খোলা জায়গা, যাহার উভয় প্রান্ত উন্মুক্ত হউক বা না হউক এবং সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহার্য সেতু বা বাঁধের উপর যানবহন চলাচল বা পায়ে হাটার পথ, ইত্যাদি;

(৪৫) "রিটেইল ট্যারিফ" অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত যে মূল্যহারে বিভিন্ন বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা, কোম্পানি, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বা উহার আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণীর নিকট খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় করে;

(৪৬) "লাইসেন্স" অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ২৮ এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স;

(৪৭) "লাইসেন্সী" অর্থ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ ও সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ এনর্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর অধীন যাহাকে লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে অথবা যাহাকে লাইসেন্স হইতে অব্যহতি প্রদান করা হইয়াছে;

(৪৮) "সার্ভিস লাইন" অর্থ কোন লাইসেন্সী কর্তৃক বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্দেশ্যে স্থাপিত বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন, যাহা দ্বারা এক বা একাধিক গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়;

(৪৯) "সরবরাহ এলাকা" অর্থ যে ভৌগলিক এলাকার মধ্যে বিতরণ লাইসেন্সী বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন;

(৫০) "সরকার" অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সাধারণভাবে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগকে বুঝাইবে;

(৫১) "স্রেডা (SREDA)" অর্থ টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০১২ (২০১২ সনের ৪৮ নং আইন) - এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ;

(৫২) "স্ট্যান্ড এলোন সিস্টেম" অর্থ গ্রীডের সহিত সংযোগ ব্যতীত কোন নির্দিষ্ট এলাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন পূর্বক তাহা বিতরণের ব্যবস্থা অথবা নিজস্ব আঙ্গিনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন পূর্বক তাহার ব্যবহার;

(৫৩) "হোল্ডিং কোম্পানি" অর্থ কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর অধীনে গঠিত ও নিবন্ধিত কোম্পানি যাহার অধীনে এক বা একাধিক কোম্পানি থাকে;

(৫৪) "উপকেন্দ্র" অর্থ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার অংশকে বুঝাইবে যেখানে ভোল্টেজকে উচ্চ থেকে নিম্ন অথবা নিম্ন থেকে উচ্চ ভোল্টেজে

রূপান্তর করা হয় অথবা যেখানে অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ বৈদ্যুতিক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়;

(৫৫) "স্মার্ট গ্রিড" অর্থ এমন একটি বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক, যাহা উৎপাদক, সঞ্চালক, বিতরণকারী ও ভোক্তা সহ সংযুক্ত সকল ব্যবহারকারীদের কার্যক্রম বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার সাথে সংহত (integrate) করিয়া টেকসই, সাশ্রয়ী এবং নিরাপদ বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করিতে পারে;

(৫৬) "স্মার্ট মিটার" অর্থ বিদ্যুৎ পরিমাপক যন্ত্র যা প্রতি ঘন্টা অথবা কম সময়ের জন্য গ্রাহকের ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ রেকর্ড পূর্বক বিদ্যুৎ সংস্থা/ কোম্পানি কর্তৃক গ্রাহকের লোড পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও বিলিং কার্যক্রমের জন্য তথ্য আদান-প্রদান করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, ক্রয়- বিক্রয় ইত্যাদি

৩। লাইসেন্স ও ট্যারিফ অনুমোদন।– বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ ও সরবরাহ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর ও বিদ্যুতের মূল্যহার বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ক্রয়- বিক্রয়

৪। ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ উৎপাদন।- (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে এবং নিজস্ব স্থাপনায় ব্যবহারের জন্য নিজস্ব ব্যবস্থায় বিতরণ লাইন স্থাপন করিতে পারিবে।

(২) ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীর দায়িত্ব বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫। বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদন।- (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উদ্যোক্তা কর্তৃক জ্বালানি সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান ও সরকারের অনুমোদনক্রমে বেসরকারি খাতে বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে।

(২) বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হইতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ট্যারিফ ধার্যের মাধ্যমে বৃহৎ ক্রেতার নিকট সরবরাহ করা যাইবে ।

(৩) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থার নিকট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে।

(৪) বিদ্যমান এবং নতুন বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিতরণ ও সঞ্চালনের জন্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ সংস্থাসমূহের সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনসমূহ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হইবে।

(৫) বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীর দায়িত্ব বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬। নবায়নযোগ্য এবং অপ্রচলিত জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান।- (১) নবায়নযোগ্য ও অপ্রচলিত জ্বালানি উৎস হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে উৎসাহ প্রদানের জন্য জাতীয় নীতিমালা থাকিবে।

(২) উক্তরূপ নীতিমালায় বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীকে উৎসাহ প্রদানের জন্য সময় সময় আর্থিক ও অন্যান্য প্রণোদনা সংক্রান্ত বিধানাবলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৩) নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার ও কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে সরকার, প্রয়োজনে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিবে।

৭। পাওয়ার মার্কেট ও সিঙ্গেল বায়ার।- বাংলাদেশে বিদ্যুৎ খাতে উন্মুক্ত বাজার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার পাওয়ার মার্কেট ও সিঙ্গেল বায়ার প্রতিষ্ঠা করিবে, যাহার প্রক্রিয়া বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৮। আন্তঃদেশীয় বিদ্যুৎ বাণিজ্য।- সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিদ্যুৎ খাতের কোন প্রতিষ্ঠান সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে দেশের সঞ্চালন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানি বা রপ্তানি করিতে পারিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থাপনা

৯। বিদ্যুৎ সঞ্চালন কোম্পানি ও উহার কার্যাবলি।– (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিদ্যুৎ সঞ্চালনের উদ্দেশ্যে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীনে নিবন্ধিত এক বা একাধিক সঞ্চালন কোম্পানি থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, বিদ্যুৎ সঞ্চালন কোম্পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন বা বিপণন কাজে নিয়োজিত হইতে পারিবে না।

(২) বিদ্যুৎ সঞ্চালন কোম্পানির কার্যাবলি বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

১০। ইন্ডিপেনডেন্ট সিস্টেম অপারেটর (Independent System Operator)।- সমগ্র দেশে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সমন্বিত আকারে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার একটি ইন্ডিপেনডেন্ট সিস্টেম অপারেটর, অতঃপর আইএসও বলিয়া উল্লিখিত, প্রতিষ্ঠা করিবে, যাহার কার্যাবলী বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

১১। স্মার্ট গ্রিড।– (১) সমগ্র দেশে টেকসই, সাশ্রয়ী এবং নিরাপদ বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থা বা কোম্পানিসমূহের জাতীয় গ্রিড ও বিতরণ সিস্টেমকে স্মার্ট গ্রিড ব্যবস্থায় রূপান্তর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) স্মার্ট গ্রিড ব্যবস্থায় রূপান্তর করার প্রক্রিয়া ও পরিচালনা করার পদ্ধতি বিধিতে বর্ণিত হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাপনা

১২। বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্সী ও উহার দায়িত্ব।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিদ্যুৎ বিতরণ ও সরবরাহের উদ্দেশ্যে একাধিক বিতরণ সংস্থা বা কোম্পানি নিয়োজিত থাকিবে, যেইগুলির কার্যাবলী বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

১৩। বিদ্যুৎ সংযোগ।- (১) কোন স্থানের মালিক বা বৈধ দখলকারের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিতরণ লাইসেন্সী নির্ধারিত পদ্ধতিতে-

(ক) আবেদনে উল্লিখিত স্থানে বিদ্যুৎ সংযোগ, সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা করিবে; এবং

(খ) উক্ত উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ লাইন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থাপন করিবে।

(২) আবেদনকারীকে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে ট্যারিফ প্রদান করিতে হইবে।

১৪। বিদ্যুৎ সংযোগ ও সরবরাহের দায় হইতে অব্যাহতি।- ধারা ১২-তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত কোন কারণে বিতরণ লাইসেন্সী বিদ্যুৎ সংযোগ ও সরবরাহের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে, যথা: -

(ক) যদি উক্তরূপ সংযোগ প্রদান করা হইলে এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের বিধান লঙ্ঘন হয়;

(খ) যে জায়গার জন্য বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন করা হইয়াছে উহা লাইসেন্সীর এলাকাভুক্ত না হয়;

(গ) তাহার নিয়ন্ত্রণে নয় এইরূপ কোন উদ্ভূত কারণে; অথবা

(ঘ) বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে যদি তিনি উক্তরূপ সংযোগ দিতে অপারগ হন।

১৫। চার্জ, খরচ এবং জামানত আদায়ের ক্ষমতা।– (১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, ধারা ১২ এর অধীন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য বিতরণ লাইসেন্সী বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪-এর অধীন কমিশন কর্তৃক ধার্যকৃত চার্জ আরোপ করিতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন-২০০৩ এ যে সকল চার্জ, খরচ ও জামানতের কথা উল্লেখ নাই সেইগুলি বিধি বা রেগুলেশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

১৬। বিতরণ লাইসেন্সী কর্তৃক পাইকারি বিদ্যুৎ ক্রয়।– প্রত্যেক বিতরণ লাইসেন্সী নিজস্ব ভৌগলিক এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণের লক্ষ্যে চাহিদা অনুযায়ী পাইকারি (bulk) বিদ্যুৎ ক্রয় করিতে পারিবে।

১৭। ভোক্তার বিদ্যুৎ সরবরাহ গ্রহণের উন্মুক্ত অভিগম্যতা (open access)।- কোন লাইসেন্সী, উৎপাদিত বিদ্যুৎ গ্রীড লাইন ব্যবহারের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হুইলিং চার্জ প্রদান সাপেক্ষে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চালন করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেসরকারি অংশগ্রহণ

১৮। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণখাতে বেসরকারি বিনিয়োগ।- (১) বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতসমূহে দেশি ও বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগকারীকে উৎসাহ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে সরকার বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিবে।

(২) বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করিবে।

১৯। সরকারী-বেসরকারি অংশীদারিত্ব।- বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে সরকার, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়

পূর্তকর্মাদি

২০। রাস্তা, রেলপথ, ইত্যাদি উম্মুক্তকরণ বিষয়ে বিধানসমূহ।- (১) কোন বিতরণ লাইসেন্সী, লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে, সরবরাহ এলাকার মধ্যে অথবা লাইসেন্সের শর্তাদি মোতাবেক সরবরাহ এলাকার বাহিরে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন স্থাপনের অনুমতিপ্রাপ্ত হইলে, উক্ত এলাকায়-

(ক) যে কোন রাস্তা বা রেলপথের মাটি এবং পাকা জায়গা উম্মুক্তকরণ বা ভাঙ্গার কাজ করিতে পারিবে;

(খ) যে কোন রাস্তা বা রেলপথের ভিতরে বা নিচে অবস্থিত যে কোন ভূগর্ভস্থ নর্দমা, নালা বা সুড়ঙ্গ উম্মুক্তকরণ বা ভাঙ্গার কাজ করিতে পারিবে;

(গ) বিদ্যুৎ সঞ্চালন, বিতরণ, ক্যাবল ও সরবরাহ লাইন এবং অন্যান্য পূর্তকর্ম নির্মাণ বা স্থাপন করিতে পারিবে;

(ঘ) উহা মেরামত, পরিবর্তন বা অপসারণ করিতে পারিবে; এবং

(ঙ) যথাযথভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহার্থে গ্যাস পাইপ লাইন, ফাইবার অপটিক লাইন স্থাপনসহ অন্যবিধ প্রয়োজনীয় যে কোন কাজ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, লাইসেন্সী সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, মালিক অথবা ক্ষেত্রমতে, দখলকারকে অবহিত করিয়া, কোন ইমারতের ভিতর, মধ্যে অথবা জনগণের ব্যবহার্য নয় এমন ভূমিতে বা উপরে বা নিচে বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইন বা অন্যবিধ পূর্তকর্ম নির্মাণ বা স্থাপন করিতে পারিবে।

২১। নূতন পূর্তকর্মের নোটিশ।- (১) লাইসেন্সী কর্তৃক কোন রাস্তা, রাস্তার অংশবিশেষ, রেলপথ, খাল বা জলপথের মধ্যে, নিচে, উপরে, বরাবর বা একপাশ হইতে অন্য পাশ পর্যন্ত পূর্তকর্ম করিবার ক্ষেত্রে -

(ক) অন্যূন একমাস পূর্বে (কোন বিতরণ মেইন তারের সহিত সরাসরি সংযুক্ত সরবরাহ লাইন অথবা বিদ্যমান পূর্তকর্মের মেরামত, নবায়ন বা পরিবর্তন বা উহার অবস্থান পরিবর্তন করে না এইরূপ ক্ষেত্র ব্যতীত) লাইসেন্সী, ক্ষেত্রমতে, রাস্তা বা রাস্তার অংশবিশেষের মেরামতের জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে, অতঃপর মেরামত কর্তৃপক্ষ বলিয়া উল্লিখিত, অথবা যিনি সাময়িকভাবে রেলপথ, খাল বা জলপথে কাজ করিবার জন্য স্বত্ববান, অতঃপর মালিক বলিয়া উল্লিখিত, তাহাকে লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেন;

(খ) মেরামতকারী কর্তৃপক্ষ যদি লাইসেন্সীর উপরোক্ত পূর্তকর্ম, নকশার অংশবিশেষ অনুমোদন না করেন বা সংশোধন সাপেক্ষে উহা অনুমোদন

করেন এবং অবহিত করেন, সেক্ষেত্রে লাইসেন্সী অবহিত হইবার এক সপ্তাহের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং সরকার মেরামতকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদর্শিত কারণসমূহ বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে, যাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) এক মাসের মধ্যে যদি মেরামতকারী কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সীকে লিখিতভাবে তাহার অনুমোদন বা অননুমোদনের বিষয়টি অবহিত করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে পূর্তকর্ম অনুমোদিত বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) মালিক যদি এইরূপ পূর্তকর্ম অনুমোদন করেন, বা সংশোধন সাপেক্ষে অনুমোদন করেন, সেইক্ষেত্রে দফা (ক) এর অধীন নোটিশ জারির তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনি লাইসেন্সীকে একটি অধিযাচনপত্র প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত অধিযাচনপত্রে পূর্তকর্ম, উহার ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি মালিকের দায় সংক্রান্ত প্রশ্ন পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হইবে এবং সম্মতির মাধ্যমে মীমাংসা না হইলে ধারা ৯৩ এর বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি হইবে;

(ঙ) দফা (ঘ) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে মালিক লাইসেন্সীকে অধিযাচনপত্র প্রেরণ না করিলে মালিক কর্তৃক পূর্তকর্ম অনুমোদিত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ কার্যাবলী ধারা ৯৩ এর বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি হইবে এবং পক্ষগণের মধ্যে মতৈক্যের ভিত্তিতে কৃত সংশোধন সাপেক্ষে, ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর পূর্তকর্ম বাস্তবায়ন করা যাইবে;

(চ) যেক্ষেত্রে ভূ-গর্ভস্থ সরবরাহ লাইনের কোন পূর্তকর্ম করিবার প্রয়োজন হয়, যাহা সরবরাহ মেইনের সহিত সংযুক্ত তাহা হইলে লাইসেন্সী মেরামতকারী কর্তৃপক্ষ অথবা ক্ষেত্রমতে মালিককে অনুরূপ পূর্তকর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা জানাইয়া অন্যূন আটচল্লিশ ঘন্টার লিখিত নোটিশ প্রদান করিবে;

(ছ) বিদ্যমান পূর্তকর্মের বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থানের কোনরূপ পরিবর্তন না করিয়া মেরামত, নবায়ন বা সংশোধনের জন্য পূর্তকর্ম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, জরুরি অবস্থা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে লাইসেন্সী, মেরামতকারী কর্তৃপক্ষ বা ক্ষেত্রমতে মালিককে তাহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্যূন আটচল্লিশ ঘন্টার লিখিত নোটিশ প্রদান করিবে এবং উক্ত সময় অতিক্রান্তের পর তৎক্ষণাৎ অনুরূপ পূর্ত কর্ম শুরু করিতে হইবে এবং যুক্তিসঙ্গত দ্রুততার সহিত এবং যদি সম্ভব হয়, শেষ না হওয়া পর্যন্ত দিবারাত্রি কাজ চালাইয়া যাইবে।

(২) লাইসেন্সী উপ-ধারা (১) এর কোন বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে ইহার ফলে সৃষ্ট যে কোন ক্ষতি বা অনিষ্টের জন্য তাহাকে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে এবং অনুরূপ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণে সৃষ্ট মতপার্থক্য বা বিবাদ ধারা ৯৩ এর বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

(৩) এই ধারার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন নষ্ট হইয়া গেলে জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে লাইসেন্সী মেরামতকারী কর্তৃপক্ষ অথবা ক্ষেত্রমতে, মালিককে তাহার অভিপ্রায় সম্পর্কে নোটিশ প্রদান করিয়া উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলীর প্রতিপালন ব্যতিরেকেই বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ লাইন শুধুমাত্র ভূগর্ভস্থ বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইনে ত্রুটিমুক্ত না করা পর্যন্ত ব্যবহার করা যাইবে না এবং সকল ক্ষেত্রে ত্রুটি অপসারণের পরপরই এবং সরকারের লিখিত সম্মতি না থাকিলে, ছয় সপ্তাহের মধ্যে তাহা অপসারণ করিতে হইবে।

২২। পাইপ অথবা তার পরিবর্তন।- (১) কোন লাইসেন্সী এই আইনের আওতায় কার্য সম্পাদন করিতে গিয়া কোন পাইপ বা যে কোন তার বাধার সৃষ্টি করিলে, তিনি উক্ত পাইপের অবস্থান পরিবর্তন করিতে পারিবেন অথবা নিচে বা উর্দ্ধে অবস্থিত উক্ত তার উন্মুক্ত করিতে বা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবেন। আর যদি কোন বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্ম উপরোক্ত স্থানের বাধার সৃষ্টি করে, সেক্ষেত্রে এতদবিষয়ে আইনানুগভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন লাইসেন্সীর বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্মের অবস্থান পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

(২) লাইসেন্সী অথবা অন্য কোন ব্যক্তি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই ধারার বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে, তার জন্য তিনি ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের যে কোন মত পার্থক্য বা বিবাদ হইলে উহা ধারা ৯৩ এর বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি হইবে।

২৩। পূর্তকর্ম পরিবর্তন।- (১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত পরিবর্তন, অস্থায়ী বা স্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও, কোন লাইসেন্সী ধারা ২০ এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া পূর্তকর্ম সম্পাদন করিতে পারিবে, যথা: -

(ক) অন্য কোন লাইসেন্সীর নিয়ন্ত্রণাধীন কোন বৈদ্যুতিক লাইন বা প্ল্যান্ট;

(খ) কোন সংস্থা বা কোন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন গ্যাস, পানি, নর্দমা পাইপসহ অন্য কোন পাইপ;

(গ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত টেলিযোগাযোগের উদ্দেশ্যে কোন টেলিযোগাযোগের যন্ত্রপাতি;

(ঘ) বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক পরিচালিত টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি;

(ঙ) কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৮ নং আইন) এর অধীন কেবল টেলিভিশন বিতরণ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি; অথবা

(চ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন ইন্টারনেট সেবা নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি।

(২) যে কোন ব্যক্তি সংল্লিষ্ট লাইসেন্সীকে বৈদ্যুতিক লাইন বা প্ল্যান্ট পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, লাইসেন্সী, পূর্ত কর্ম শুরু করিবার ১ (এক) মাস পূর্বে পূর্তকর্মের ধরণ, সম্ভাব্য পরিবর্তন, সময় এবং স্থান উল্লেখ করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে নোটিশ প্রদান করিবে।

(৪) জরুরী অবস্থার প্রেক্ষিতে উপ-ধারা (৩) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না, তবে পূর্তকর্ম শুরু করিবার পর যথাশীঘ্র সম্ভব সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে বিষয়টি অবহিত করিতে হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উল্লেখ করিয়া পাল্টা নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে-

(ক) কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা নিজেই উক্ত পূর্তকর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উক্তরূপ পরিবর্তন করিবার অধিকারী; এবং

(খ) উক্তরূপ পূর্ত কাজ সম্পাদনের ফলে উদ্ভূত খরচ এবং পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত ক্ষতির টাকা লাইসেন্সীর নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

(৬) যদি উপ-ধারা (৫) এর অধীন পাল্টা নোটিশে উল্লেখ করা হয় যে, পরিবর্তনের কাজ কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার তত্ত্বাবধানে করা হইবে, তাহা হইলে-

(ক) লাইসেন্সী পাল্টা নোটিশ প্রতিপালন না করিয়া পূর্তকর্ম করিবে না; এবং

(খ) তত্ত্বাবধান এবং পরিবর্তন কাজ সম্পাদনের জন্য উদ্ভূত খরচ লাইসেন্সীর নিকট হইতে আদায় করা যাইবে।

(৭) যদি উপ-ধারা (৫) এর অধীন পাল্টা নোটিশ প্রদান করা না হয় অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক পাল্টা নোটিশ প্রদান করা হইলেও প্রস্তাবিত কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, যাহা ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার কম হইবে না, সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে লাইসেন্সী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার তত্ত্বাবধান ছাড়াই পরিবর্তন কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবে।

২৪। অন্য কোন ইউলিটি কর্তৃক পরিবর্তন।- (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারি কর্তৃপক্ষসহ অন্য যে কোন সংস্থা, লাইসেন্সীর নিয়ন্ত্রণাধীন কোন বৈদ্যুতিক লাইন বা প্ল্যান্ট লাইসেন্সীর লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

(২) তবে, লাইসেন্সী সম্মত হইলে সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটি কর্তৃক উক্ত সরবরাহ লাইন স্থানান্তরের জন্য যে ব্যয় হইবে, তাহা লাইসেন্সীকে পরিশোধ করিবে, অতঃপর লাইসেন্সী দ্রুততার সহিত বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্ম স্থানান্তর, অপসারণ বা পরিবর্তনের যাবতীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবে।

(৩) কোন ব্যক্তি লাইসেন্সীর বিদ্যুতের ভূগর্ভস্থ লাইনের ক্ষতিসাধন করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত লাইনের লাইসেন্সী কর্তৃক পাক্কলিত হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) উপধারা (২) ও (৩)- এ বর্ণিত প্রাক্কলন নির্ধারণে মতপার্থক্য দেখা দিলে ধারা ৯৩ এর বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হইবে।

২৫। ভূগর্ভস্থ নর্দমা, পাইপ অথবা অন্য বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্মের সন্নিকটে বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইন বা অন্যবিধ নির্মাণ।- (১) যেই ক্ষেত্রে-

(ক) নতুন বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইন অথবা অন্যবিধ পূর্তকর্ম করিবার জন্য লাইসেন্সীকে কোন পরিখা (trench) খনন করিবার প্রয়োজন হয়, যাহার সন্নিকটে সরকার অথবা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন ভূগর্ভস্থ নর্দমা, পানি প্রবাহের খাত বা পূর্তকর্ম অথবা যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মালিকাধীন অন্য কোন কোন পাইপ, সাইফন, বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইন বা অন্যবিধ পূর্তকর্ম আইনগতভাবে স্থাপিত হইয়াছে; অথবা

(খ) যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন নতুন পাইপ লাইন বা অন্যবিধ পূর্তকর্ম স্থাপন বা নির্মাণের জন্য কোন পরিখা খননের প্রয়োজন হইলে, যাহার নিকট কোন লাইসেন্সীর বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্ম আইনগতভাবে স্থাপিত হইয়াছে;

সেই ক্ষেত্রে লাইসেন্সী বা ক্ষেত্রমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, অতঃপর এই ধারায় অপারেটর বলিয়া উল্লিখিত, ভিন্নরূপ কোন চুক্তি না থাকিলে অথবা জরুরী অবস্থায় সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা লাইসেন্সীকে, অতঃপর এই ধারায় মালিক বলিয়া উল্লিখিত, পরিখার খনন কাজ শুরুর পূর্বে বিশেষ দূত মারফত লিখিতভাবে অথবা পরবর্তীতে লিখিত অবগতিসহ টেলিফোনে অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে খবর দিবেন। কাজ বাস্তবায়নের সময় মালিকের উপস্থিত থাকিবার অধিকার থাকিবে এবং মালিকের যুক্তিসঙ্গত সন্তুষ্টি সাপেক্ষে তাহা বাস্তবায়িত হইবে।

(২) কোন পাইপ, বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্মের অবস্থানের পরিবর্তন না ঘটাইয়া উক্ত অংশের অধঃখননের প্রয়োজন রহিয়াছে মর্মে অপারেটরের নিকট প্রতীয়মান হইলে, সেক্ষেত্রে উক্ত কার্য বাস্তবায়নকালে অধঃখননস্থলে পাইপ, বৈদ্যুতিক লাইন বা পূর্তকর্মের যথাযথভাবে ধারণসম্বলিত ভিত্তি প্রদানের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৩) যদি অপারেটর (লাইসেন্সী হিসাবে) বৈদ্যুৎ সরবরাহ লাইন আড়াআড়িভাবে বা এমনভাবে স্থাপন করেন, যাহা অন্য কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন পাইপ, লাইন বা সার্ভিস পাইপ বা সার্ভিস লাইন বা এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তির জ্বালানি সরবরাহ, সঞ্চালন বা ব্যবহৃত পাইপ, লাইন বা সার্ভিস লাইন স্পর্শ করে বা করিতে পারে, সেইক্ষেত্রে এইরূপ ব্যক্তির লিখিত সম্মতি এবং ধারা ৫৯ এর (১) এর অনুসরণ ব্যতীত কোন পাইপ, লাইন বা সার্ভিস পাইপ বা সার্ভিস লাইন স্পর্শ করে এইরূপ বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন স্থাপন করা যাইবে না।

(৪) যেইক্ষেত্রে অপারেটর এই ধারার কোন বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে তিনি সংঘটিত ক্ষতি বা অনিষ্টের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

(৫) এই ধারার অধীন কোন মতপার্থক্য বা বিরোধের উদ্ভব হইলে ধারা ৯৩ এর বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

(৬) লাইসেন্সী স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইলে এই ধারায় উল্লিখিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং তদনিয়ন্ত্রণাধীন ভূগর্ভস্থ নর্দমা, ড্রেন, জল প্রবাহের খাত বা পূর্তকর্মাদির ক্ষেত্রে এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

২৬। ভগ্ন রাস্তা, রেলওয়ে, ভূগর্ভস্থ নর্দমা, নালা বা টানেল অবিলম্বে মেরামত।- (১) এই আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগকালে কোন ব্যক্তি কোন রাস্তা, রেলপথ, বা কোন ভূগর্ভস্থ নর্দমা, নালা বা টানেল এর মাটি বা পাকা জায়গা উম্মুক্ত করিলে বা ভাঙ্গিলে তিনি-

(ক) অনতিবিলম্বে উম্মুক্ত বা ভগ্নকৃত অংশে নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রদানের ব্যবস্থাসহ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবেন।

(খ) উম্মুক্ত বা ভগ্নকৃত অংশের বিপরীতে বা নিকটে সূর্যাস্তের পূর্বেই যাত্রীদের সতর্কতার জন্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করিবেন এবং উহা সূর্যোদয় পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবেন;

(গ) উম্মুক্তকৃত বা ভগ্নকৃত মৃত্তিকা বা পাকা বা ভূগর্ভস্থ নর্দমা, নর্দমা বা টানেল যথাসম্ভব দ্রুততার সহিত ভরাট ও পুনর্বহাল করিবেন এবং অনুরূপ উম্মুক্তকৃত বা ভগ্নজাত আবর্জনা অপসারণ করিবেন; এবং

(ঘ) ভগ্নকৃত বা উম্মুক্তকৃত মৃত্তিকা বা পাকা বা ভূগর্ভস্থ নর্দমা, নালা বা টানেল নির্মাণ বা মেরামতের মাধ্যমে পুনর্বহালের পর উহা কমপক্ষে তিন মাস সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং প্রয়োজনে আরও অতিরিক্ত সময়, যাহা নয় মাসের অধিক নহে, পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপধারা (১) এর অধীনে দায়িত্ব প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, সেই ক্ষেত্রে উক্ত রাস্তা, রেলওয়ে, ভূগর্ভস্থ নর্দমা, নালা বা টানেল নিয়ন্ত্রণকারী বা ব্যবস্থাপনাকারী ব্যক্তি, ব্যত্যয়কারীর বিলম্বজনিত বা অবাস্তবায়নজনিত কারণে নিজে উক্ত কার্য সম্পন্ন করিবে এবং তজ্জন্য ব্যয়িত অর্থ ব্যত্যয়কারীর নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারার (২) এর অধীন ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন মতপার্থক্য বা বিবাদের সৃষ্টি হইলে উহা ধারা ৯৩ এর বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি হইবে।

২৭। টেলিফোন সংস্থাকে নোটিশ প্রদান।- (১) কোন লাইসেন্সী, সার্ভিস লাইন বা বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের মেরামত, নবায়ন বা বিদ্যমান পূর্তকর্মের সংশোধন, যেখানে ইহার বৈশিষ্ট বা অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিবে না, এইরূপ ক্ষেত্র ব্যতীত, টেলিফোন লাইনের কোন অংশের দশ গজের মধ্যে কোন বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন স্থাপন বা অন্যবিধ পূর্তকর্ম করে সেইক্ষেত্রে টেলিফোন সংস্থাকে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখ পূর্বক অন্যূন দশ দিনের নোটিশ প্রদান করিবে:

(ক) পূর্তকর্মের সময় বা প্রস্তাবিত পরিবর্তন;

(খ) যে পদ্ধতিতে পূর্তকর্ম করা হইবে;

(গ) যে পরিমাণ ও ধরণের বিদ্যুৎ শক্তি প্রেরিত হইবে;

(ঘ) কতদূর এবং কিভাবে ভূপরিবর্তন হইবে; এবং

অনুরূপ পূর্তকর্ম বা পরিবর্তনের ফলে টেলিফোন লাইনের কোনরূপ ক্ষতিসাধিত হইবে না মর্মে লাইসেন্সী টেলিফোন সংস্থাকে নিশ্চয়তা প্রদান করিবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্সী কর্তৃক বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন স্থাপন বা অন্যবিধ পূর্তকর্মের ত্রুটির জন্য সৃষ্ট জরুরী অবস্থায় নতুন পূর্তকর্ম বা সংশোধনের পর লাইসেন্সী টেলিফোন সংস্থাকে শুধুমাত্র সম্ভাব্য পরিবর্তনের বিষয়ে লিখিত নোটিশ প্রদান করিবে।

(২) পূর্তকর্মটি যদি কোন ধরণের সার্ভিস লাইন নির্মাণ বা স্থাপনের কাজ হইয়া থাকে, সেক্ষেত্রে পূর্তকর্ম শুরুর অন্যূন আটচল্লিশ ঘন্টা পূর্বে লাইসেন্সী টেলিফোন সংস্থাকে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে অনুরূপ পূর্তকর্ম বাস্তবায়নের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন।

২৮। এরিয়াল লাইন।- (১) ধারা ২০ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান ব্যতীত এই অংশের কোন কিছুই কোন লাইসেন্সীকে কোন রাস্তা, রেলপথ, খাল বা জলপথের ধারে বা আড়াআড়িভাবে এরিয়াল লাইন স্থাপনের ক্ষমতা প্রদান করিবে না, যদি না এতদুদ্দেশ্যে লিখিতভাবে তিনি যে পদ্ধতিতে নির্মাণ কাজের প্রস্তাব করিয়াছেন, উহা করিতে সরকার কর্তৃক তাহাকে অনুমোদন প্রদান করা হয়।

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরণের অনুমোদন থাকিলেও এই আইনের আওতায় যে সকল কর্তৃপক্ষের সম্মতির প্রয়োজন রহিয়াছে ইহার দায় হইতে লাইসেন্সী অব্যাহতিপ্রাপ্ত হইবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না -

(ক) বিদ্যুৎ লাইন এমন ব্যক্তির জায়গায় হয় যিনি উক্তরূপ লাইন স্থাপনের জন্য দায়ী;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য ক্ষেত্র।

(৩) লাইসেন্সী কর্তৃক এরিয়াল লাইন স্থাপন বা রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর শর্ত ভঙ্গের কারণে সরকার তৎক্ষণাৎ উহা অপসারণের জন্য লাইসেন্সীকে নির্দেশ দিতে পারিবে বা অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এইরূপ অপসারণের জন্য ব্যয়িত অর্থ লাইসেন্সীর নিকট হইতে আদায় করা যাইবে।

(৪) এরিয়াল লাইন স্থাপনের পর কোন একটি এরিয়াল লাইনের সন্নিকটে কোন বৃক্ষ বা কোন কাঠামো বা অন্যবিধ বস্তু দণ্ডয়মান থাকিলে বা পড়িলে এবং উহার অবস্থান বিদ্যুৎ পরিবহন বা প্রেরণে বা কোন পূর্তকর্ম প্রবেশে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে বা বাধার সৃষ্টি হইতে পারে, এইরূপ অবস্থায় লাইসেন্সী উক্ত বৃক্ষ, কাঠামো বা বস্তু অপসারণের ব্যবস্থা করিবে অথবা ক্ষেত্রমতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৫) এরিয়াল লাইন স্থাপনের পূর্ব হইতে স্থিত কোন বৃক্ষ বা কোন কাঠামো বা অন্যবিধ বস্তু অপসারণের ক্ষেত্রে উহার মালিক বা দখলকারের আপত্তি থাকিলে, উক্ত আপত্তির কারণ উল্লেখপূর্বক জেলা প্রশাসক অথবা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি বরাবর আবেদন করিতে পারিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫)-এর অধীন উক্ত আবেদন প্রাপ্তির পর উভয় পক্ষের শুনানি গ্রহণান্তে জেলা প্রশাসক অথবা তাহার মনোনীত প্রতিনিধির নিকট এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত এরিয়াল লাইন স্থাপন জনস্বার্থের জন্য আবশ্যকীয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত মালিক বা দখলকারের আপত্তি সত্ত্বেও লাইসেন্সীকে উক্ত বৃক্ষ, কাঠামো বা বস্তু অপসারণের আদেশ দিতে পারিবেন।

তবে, জেলা প্রশাসক অথবা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এই ধরণের অপসারণের ফলে মালিক বা দখলকারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান সঙ্গত হইবে, সেই ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে মালিক বা দখলকারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য লাইসেন্সীকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বৃক্ষ অর্থে কোন গুল্ম, ঝোপঝাড়, জঙ্গলজাত বা অন্যবিধ উদ্ভিদও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৭) রেলওয়ে আইন, ১৮৯০ এর ধারা ৩ এ সংজ্ঞায়িত রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক এরিয়াল লাইন স্থাপনের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (৪) এবং (৫) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

২৯। অনিষ্টের জন্য ক্ষতিপূরণ।- এই আইনের অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগকালে লাইসেন্সী যতদূর সম্ভব কম অনিষ্ট, ক্ষতি এবং অসুবিধা সৃষ্টি করিবে এবং তদকর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক সাধিত যে কোন অনিষ্ট, ক্ষতি বা অসুবিধার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বা অনুরূপ ক্ষতিপূরণের আবেদন প্রশ্নে যে কোন মত পার্থক্য বা বিবাদের উদ্ভব হইলে ধারা ৯৩ এর বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি হইবে।

৩০। পথস্বত্ব অধিকার (Right of Way)।- (১) লাইসেন্সীর কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে ভূগর্ভে, ভূমিতে বা ভূমির উপর দিয়া বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটি স্থাপনসহ বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ করা বা নির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখা বা লাইন, খুঁটি, ব্রাকেট, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য অবকাঠামো স্থাপন বা নির্মাণের উদ্দেশ্যে লাইসেন্সীর পথস্বত্বের অধিকার থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত নির্মাণ কার্য শুরুর পূর্বে লাইসেন্সী, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ভূমির মালিক, দখলকারকে যথাযথ উপায়ে অবহিত করিবেন।

(৩) যদি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ বা সম্প্রসারণের জন্য টাওয়ার স্থাপন করা হয়, সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে অথবা বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ করিতে হইবে।

৩১। বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা উপকেন্দ্র স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।- (১) সরকারি মালিকানাধীন কোন সংস্থা/কোম্পানির বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা উপকেন্দ্র স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হইলে উক্ত ভূমি স্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২ নং অধ্যাদেশ) এর অধীন অধিগ্রহণ করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণের অর্থ সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধ করিতে হইবে।

~~(৩) বেসরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোম্পানি কর্তৃক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা উপকেন্দ্রের জন্য কোন ভূমির প্রয়োজন হইলে উক্ত লাইসেন্সী সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিকগণের নিকট হইতে ভূমি ক্রয় করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।~~

(৩) "বেসরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত কোম্পানী কর্তৃক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, উপকেন্দ্রে বা গ্রীড উপকেন্দ্রের সাথে সংযোগ লাইন নির্মাণের জন্য কোন ভূমির প্রয়োজন হইলে উক্ত লাইসেন্সী সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিকগণের নিকট হইতে ভূমি ক্রয় করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

অষ্টম অধ্যায়
সরবরাহ বিষয়াদি

৩২। সরবরাহ পয়েন্ট।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, লাইসেন্সী কর্তৃক গ্রাহককে যে পয়েন্ট হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইবে তাহা লাইসেন্সীর নির্ধারিত পদ্ধতি দ্বারা নিরূপিত হইবে।

৩৩। চত্বরে প্রবেশ এবং ফিটিংস ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি অপসারণে লাইসেন্সীর ক্ষমতা।- (১) কোন লাইসেন্সী অথবা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত সময়ে এবং গৃহের দখলকারকে তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া নিম্নবর্নিত প্রয়োজনে, যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় বা হইবে, সেই চত্বরে প্রবেশ করিতে পারিবে -

(ক) বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন, মিটার ফিটিংস, পূর্তকর্ম এবং লাইসেন্সীর মালিকানাধীন বিদ্যুৎ সরবরাহের যন্ত্রপাতি পরিদর্শন ও পরীক্ষণের জন্য; অথবা

(খ) বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ নিশ্চিত করিবার জন্য; অথবা

(গ) যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজন নাই বা যেখান হইতে লাইসেন্সী বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন সরাইয়া লইতে বা বন্ধ করিতে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত এবং তাহার মালিকানাধীন যে কোন বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন, মিটার, ফিটিংস পূর্তকর্ম বা যন্ত্রপাতি অপসারণের জন্য।

(২) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ আদেশবলে লাইসেন্সী বা কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি -

ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত চত্বর বা ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারিবেন;

খ) লাইসেন্সী যে চত্বরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবে, উক্ত স্থানের বৈদ্যুতিক তার, ফিটিংস, পূর্তকর্ম এবং গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহারের যন্ত্রপাতি পরীক্ষার্থে ও অনুসন্ধানার্থে প্রবেশ করিতে পারিবেন;

(৩) কোন গ্রাহক লাইসেন্সীকে অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তাহার চত্বরে প্রবেশ করিতে না দিলে অথবা এই ধারার অধীন কোন কাজ করিতে না দিলে যতদিন অনুরূপ কাজ করিতে না দিবে ততদিন পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখিতে পারিবে।

৩৪। বিদ্যুৎ ব্যবহারে লাইসেন্সীর নিয়ন্ত্রণ।- বিদ্যুতের দক্ষ ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিশ্চিতকল্পে লাইসেন্সী বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ব্যবহারে গ্রাহককে উৎসাহিত করিবে।

৩৫। বিদ্যুৎ সরবরাহে লাইসেন্সীর বাধ্যবাধকতা।- লাইসেন্সী কর্তৃক যেই এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইয়া থাকে, লাইসেন্সের শর্তে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য আবেদনকৃত সকল ব্যক্তি, উক্ত সরবরাহ এলাকার আওতাভুক্ত অন্য ব্যক্তির অনুরূপ মানের বিদ্যুৎ সরবরাহ পাইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি কোন লাইসেন্সীর নিকট হইতে তাহার চত্বরে পৃথক সরবরাহ লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ গ্রহণ করিতে বা সরবরাহ অব্যাহত রাখিতে দাবি করিতে পারিবেন না, যদি না উক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য মূলধন ব্যয়সহ অন্যান্য চার্জ বাবদ যে অর্থ নির্ধারণ করা হইবে, তাহা পরিশোধে তিনি সম্মত হন।

৩৬। সরকার কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান।- যদি সরকার কোন গ্রাহক বা গ্রাহক শ্রেণীর জন্য আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ সংস্থা উহা বাস্তবায়ন করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করিবে এবং যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সহায়তার অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩৭। বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্নকরণ।- (১) লাইসেন্সী কর্তৃক বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সরবরাহ, সঞ্চালন, বিতরণ অথবা বিদ্যুতের হুইলিং সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিল বা চার্জ পরিশোধে কোন গ্রাহক ব্যর্থ হইলে, লাইসেন্সী উক্ত ব্যক্তিকে অন্যূন দশ দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করা হইবে না, যদি গ্রাহক, এই বিষয়ে আপত্তি বা অন্যবিধ কারণের অংশ হিসাবে-

(ক) দাবীকৃত অর্থ নোটিশে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করেন; অথবা

(খ) লাইসেন্সীর সহিত বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আপত্তিকৃত বিল ও বিগত ছয় মাসের গড় বিলের মধ্যে যাহা কম, তাহা পরিশোধ করেন;

(২) যদি আপত্তির অংশ হিসাবে এই পরিশোধ করা হইয়া থাকে, সেই ক্ষেত্রে গ্রাহক কারণ উল্লেখপূর্বক বিতরণ লাইসেন্সীর স্থানীয় কর্মকর্তার উপরস্থ কর্মকর্তার নিকট দশ কর্মদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবে।

(৩) উক্ত কর্মকর্তা (২) উপধারা অনুসারে দাখিলকৃত আপত্তির বিষয় ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে তাহা নিষ্পত্তি করিবেন।

(৪) যদি গ্রাহক, উক্ত (৩) উপধারা অনুসারে প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হন, সেই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত অবহিত হইবার ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিতরণ লাইসেন্সীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবে।

(৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (৪) উপধারা অনুসারে দাখিলকৃত আপত্তি প্রাপ্তির ৩০ (তিরিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আপত্তিটির নিষ্পত্তি করিবেন।

(৬) উপধারা (৫) অনুসারে প্রদত্ত আদেশে যদি গ্রাহক সন্তুষ্ট না হন, অথবা ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে আপত্তিটি নিষ্পত্তি না হয়, সেই ক্ষেত্রে পরবর্তী ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে কমিশনে আপত্তি দায়ের করিতে পারিবে, কমিশন ধারা ৯৩ এর বিধান অনুযায়ী বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবে।

(৭) অন্যবিধ কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্নকরণের বিষয় বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৩৮। বিদ্যুৎ লাইন পুনঃসংযোগ।- যদি কোন গ্রাহকের ত্রুটির কারণে লাইসেন্সী কর্তৃক বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়, সেই ক্ষেত্রে বিধিতে উল্লিখিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে লাইসেন্সী বিধিতে বর্ণিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহকের বৈদ্যুতিক সংযোগ পুনঃস্থাপন করিবে।

৩৯। সাময়িক বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখা।– (১) কোন মালিক বা দখলকার কোন বিতরণ লাইসেন্সীর নিয়মিত গ্রাহক থাকা অবস্থায় নিজ প্রয়োজনে সাময়িককালের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা পোষণ করিলে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত অভিপ্রায় তিনি নিকটস্থ বিতরণ লাইসেন্সী অফিসকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(২) বিতরণ লাইসেন্সী উক্ত অভিপ্রায় অবহিত হইবার পর বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখিবে এবং বিধি অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহারজনিত মূল্য ব্যতীত গ্রাহকের অন্যান্য প্রদেয় সার্ভিস চার্জ প্রদানের জন্য বিল প্রদান করিবে।

৪০। গ্রাহক কর্তৃক অগ্রীম বিল প্রদান।- কোন গ্রাহক অগ্রীম বিল প্রদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে, লাইসেন্সী নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত অগ্রীম বিল গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন।

৪১। বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি ক্রোক হইতে অব্যাহতি।- বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য লাইসেন্সীর বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন, মিটার, ফিটিংস, পূর্তকর্ম বা যন্ত্রপাতি যদি এমন কোন চত্বরের ভিতর বা উপরে স্থাপিত হয়, যাহা লাইসেন্সীর দখলে নয়, এই ধরণের বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন, মিটার ফিটিংস, পূর্তকর্ম এবং যন্ত্রপাতি যেই ব্যক্তির দখলে রহিয়াছে, সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানি আদালতে কোন জারী মামলায় বা তাহার দেউলিয়াত্বের মামলায় সেইগুলি ক্রোকযোগ্য হইবে না।

৪২। মিটার।- (১) যেই ক্ষেত্রে বিতরণ লাইসেন্সীর কোন গ্রাহককে সমুদয় বা আংশিক পরিমাণে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বিল পরিশোধ করিতে হয়, সেই ক্ষেত্রে গ্রাহককে সরবরাহকৃত বিদ্যুতের পরিমাণ সঠিক মিটারের মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে।

(২) মিটার সরবরাহ বা স্থাপন করা হইবে-

(ক) বিতরণ লাইসেন্সী কর্তৃক বিক্রয়, ভাড়া বা ঋণ দানের মাধ্যমে; অথবা

(খ) লাইসেন্সীর সম্মতি সাপেক্ষে গ্রাহক কর্তৃক।

(৩) বিতরণ লাইসেন্সী কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে গ্রাহকের আঙ্গিনায় মিটার স্থাপিত হইবে, তবে উভয় পক্ষের সম্মতির প্রেক্ষিতে আঙ্গিনার বাহিরে বা অন্য কোন স্থানে মিটার স্থাপন করা যাইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যেইস্থানেই মিটারটি স্থাপন করা হউক না কেন, উক্ত মিটার সংরক্ষণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের উপরই বর্তাইবে।

(৪) লাইসেন্সী অথবা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যে কোন যুক্তিসঙ্গত সময়ে গ্রাহককে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া মিটার পরিদর্শন এবং পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং উপযুক্ত মনে করিলে উপ- ধারা (১) - এ উল্লিখিত যে কোন মিটার অপসারণ করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, মিটারটি ভাড়ায় না হইয়া থাকিলে এবং মিটারটি সঠিক অবস্থায় পাওয়া না গেলে, উক্ত পরিদর্শন, পরীক্ষা ও অপসারণজনিত ব্যয় গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং এই ব্যয় নির্ধারণে মতপার্থক্য দেখা দিলে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইবে।

আরও শর্ত থাকে যে, গ্রাহক বা তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে উক্তরূপ পরীক্ষা, স্থাপন এবং সীলকরণের কাজ করিতে হইবে।

(৫) মিটার সরবরাহ, স্থাপন ও অপসারণের পদ্ধতি এবং অন্যান্য কার্যাবলী বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৪৩। মিটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধি- নিষেধ।- (১) কোন মিটার যদি-

(ক) অনুমোদিত প্যাটার্ন বা গঠন এবং পদ্ধতিতে স্থাপন করা না হয়; এবং

(খ) ধারা ৪৪ এর অধীন সনদপ্রাপ্ত না হয়;

তাহা হইলে বিদ্যুৎ পরিমাপের জন্য উহা ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা: -

(ক) মিটার অনুমোদনের জন্য ফি এর পরিমাণ;

(খ) মিটারের প্যাটার্ন বা গঠন এবং স্থাপনের পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধান:

(গ) পূর্বে অনুমোদিত মিটারের নকশা বা ধরণ পরিবর্তন পূর্বক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নতুনভাবে অনুমোদিত মিটার স্থাপন সংক্রান্ত বিধান;

(ঘ) পূর্বে অনুমোদিত মিটারের স্থাপন পদ্ধতি পরিবর্তন পূর্বক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মিটার স্থাপনের নতুন পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধান।

৪৪। মিটার পরীক্ষক ও মিটারের সনদ।– (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মিটার পরীক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপ- ধারা (৩), বিধি ও কমিশন প্রণীত প্রবিধানে বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে নিয়োগপ্রাপ্ত মিটার পরীক্ষক মিটারের সনদ প্রদান করিবেন।

(৩) কোন মিটারের সনদ প্রদান করা হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মিটার পরীক্ষক সন্তুষ্ট হন যে-

(ক) মিটারটি অনুমোদিত প্যাটার্ন বা গঠনের হইয়াছে; এবং

(খ) মিটারটি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ড নিশ্চিত করে।

(৪) মিটার পরীক্ষক মিটারটি স্বয়ং পরীক্ষা করুক বা না করুক, তাহার নিকট প্রেরিত মিটারটির সনদ প্রদান করিতে পারিবেন, যদি-

(ক) উহা বিতরণ লাইসেন্সী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক দাখিল করা হয়;

(খ) মিটারের সহিত এই মর্মে প্রতিবেদন সংযুক্ত থাকে যে, মিটারটি পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং কমিশন কর্তৃক র্নিধারিত অন্যান্য তথ্যসমূহ সংযুক্ত করা হইয়াছে;

(গ) পরীক্ষকের নিকট দাখিলকৃত প্রতিবেদন দৃষ্টে যদি প্রতীয়মান হয় যে, মিটারটিকে সনদ প্রদান করা যায়; এবং

(ঘ) উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক একই সময়ে দাখিলকৃত অপর মিটারের অনুরূপ প্রস্তুতকারী বা মডেলের বলিয়া নিশ্চয়তা থাকে।

(৫) এই উপ-ধারার বিধান মোতাবেক কমিশন মিটার পরীক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রবিধান প্রণয়ন করিবে, যাহাতে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা থাকিতে পারে-

(ক) মিটার পরীক্ষা নির্ধারিত মানের না হইলে সনদ বাতিলের পদ্ধতি;

(খ) মিটার পরীক্ষা এবং সনদ প্রদানের ফি;

(গ) মিটার পরীক্ষা ও সনদ প্রদান পদ্ধতি,

(ঘ) উপ-ধারা (১) বা (৫) এ উল্লিখিত ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত ফি এর হার নির্ধারণ এবং কোন্ কোন্ শর্তে এইরূপ ক্ষমতা অর্পণ করা যাইবে;

(ঙ) শর্ত পালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে উক্তরূপ ক্ষমতা প্রত্যাহার।

৪৫। মিটার পরীক্ষা, ইত্যাদি।- (১) কোন ব্যক্তি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এবং তাহাকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোটিশ প্রদান করিয়া মিটার পরীক্ষক-

(ক) কোন স্থানে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইয়াছে উহা নির্ধারণের জন্য যে মিটার ব্যবহার করা হইতেছে বা হইবে সেই মিটার পরীক্ষা করিবেন;

(খ) মিটারটি অনুমোদিত প্যাটার্ন বা গঠনের কিনা, এবং উহা যদি স্থাপন করা হয় সেইক্ষেত্রে উহা অনুমোদিত পদ্ধতিতে স্থাপন করা হইয়াছে কিনা উহা নির্ধারণ করিবেন;

(গ) বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিমাপের জন্য মিটারটি সঠিক অবস্থায় আছে কিনা;

(ঘ) দফা (ক) ও (খ) এর বিষয়ে মিটার পরীক্ষক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন।

(২) যদি মিটার পরীক্ষকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, মিটারটি বর্তমানে বা পূর্ববর্তী কোন সময়ে নির্ধারিত ত্রুটি সীমার বাহিরে পরিচালিত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি এই মর্মে নিম্নরূপ মতামত প্রদান করিবেন যে-

(ক) মিটার কোন সময় হইতে এইরূপে পরিচালিত হইয়াছে; এবং

(খ) সম্ভব হইলে, উক্ত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে কোন্ সময়ের জন্য এইরূপে পরিচালিত হইয়াছে।

(৩) এই ধারার অধীন বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক মিটার পরীক্ষা করিবার ফি নির্ধারণসহ কোন্ অবস্থায় এবং কাহার দ্বারা ইহা পরিশোধিত হইবে তাহা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) ধারা ৪৩ এর উপ-ধারা (৪) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন -

(ক) মিটার পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা এবং উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং মিটার খোলা বা বন্ধ করিবার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা;

(খ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে মিটার পরীক্ষার জন্য সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি ব্যবহার বা রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(গ) নির্ধারিত রেকর্ড ও প্রতিবেদন সংরক্ষণ করা।

৪৬। মিটারের সঠিকতা সম্পর্কে বিরোধ।- (১) যদি গ্রাহক কর্তৃক বিতরণ লাইসেন্সীকে, অথবা বিতরণ লাইসেন্সী কর্তৃক গ্রাহককে, অথবা যে কোন আগ্রহী ব্যক্তি কর্তৃক বিতরণ লাইসেন্সী এবং গ্রাহককে বিরোধের নোটিশ প্রদান করা হয় তাহা হইলে গ্রাহক ও বিতরণ লাইসেন্সী উভয় পক্ষ সমঝোতার ভিত্তিতে উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করবে।

(২) বিরোধ নিষ্পত্তি না হলে যে কোন পক্ষ কমিশনের নিকট আবেদন করিতে পারিবে, কমিশন উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ এবং স্বীয় বিবেচনামত অনুসন্ধান করতঃ বিরোধীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, মিটার সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত মিটার অপসারণ বা পরিবর্তন করা যাইবে না।

৪৭। আইনগত অনুমান এবং সাক্ষ্য।- (১) নির্ধারিত নকশা বা ধরণ এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্থাপিত মিটারের মাধ্যমে যদি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়, তাহা হইলে ভিন্নরূপ কোন কিছু প্রমাণিত না হইলে, মিটারের রেজিস্টার ও মিটারে সংরক্ষিত ডাটা সঠিকভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ রেকর্ড করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে এবং এই ডাটা তদন্ত বা বিচারিক কার্যক্রমে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

(২) যে কোন প্রসিডিং-এ মিটার পরীক্ষকের প্রতিবেদন সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে এবং ভিন্নরূপ কোন কিছু প্রমাণিত না হইলে, উক্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত মিটারের সঠিকতা সম্পর্কে পরীক্ষকের মতামত সঠিক বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

৪৮। যথাযথভাবে মিটার সংরক্ষণ।– (১) বিতরণ লাইসেন্সীর একজন গ্রাহক, তাহার নিকট স্থাপিত যে কোন প্রকার মিটারের যথাযথ সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন এবং মিটারে কোন ধরণের ঘষামাজা (tampering) বা ক্ষতি করিবেন না।

(২) যদি কোন গ্রাহক মিটারের যথাযথ সংরক্ষণে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে বিতরণ লাইসেন্সী বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক উক্ত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে।

৪৯। প্রি- পেমেন্ট মিটার।- (১) বিদ্যুৎ গ্রাহকগণ বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতিতে অগ্রিম অর্থ দ্বারা বিদ্যুৎ ক্রয় করিয়া প্রি- পেমেন্ট মিটার ব্যবহার করিতে পারিবে যাহা ক্রয়কৃত এনার্জি শেষ হওয়ার সংগে সংগে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবে।

(২) গ্রাহক পুনরায় অগ্রিম বিদ্যুৎ ক্রয় বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্বে অর্থ পুনর্ভরণ করিয়া বিদ্যুৎ সংযোগ অক্ষুন্ন রাখিতে পারিবে।

(৩) সরকার কোন এলাকায় বা সমগ্র দেশে প্রি- পেমেন্ট মিটার ব্যবহার বাধ্যতামূলক হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

৫০। স্মার্ট মিটার।- (১) সরকার উন্নত প্রযুক্তির স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে অথবা তাহা কোন বিশেষ এলাকা বা বিশেষ গ্রাহকশ্রেণি বা সমগ্র দেশের জন্য বাধ্যতামূলক বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) সরকার নেট মিটার সেবা প্রবর্তনের যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(৩) স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা বা নেট মিটার সেবা প্রবর্তনের বিষয়ে বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

৫১। আন্তঃ ইউটিলিটি বিদ্যুৎ স্থানান্তরে মিটার ব্যবহার।- (১) বিদ্যুৎ উৎপাদন, সরবরাহ ও বিতরণের যথাযথ হিসাব এবং নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে, সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের যে কোন পর্যায়ে এবং স্থানে কোন লাইসেন্সীকে মিটার স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ- ধারা (১) এর বিধান অথবা এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত প্রবিধান পালন করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে সরকার তাহা বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত আদেশ প্রদান করিবে।

৫২। সরবরাহ এলাকার বাহিরে বিদ্যুৎ সরবরাহ।- এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা এবং উপযুক্ত শর্ত এবং বিধি- নিষেধ, যদি থাকে, সাপেক্ষে কোন লাইসেন্সীকে তাহার সরবরাহ এলাকার বাহিরে কোন ব্যক্তিকে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য এবং তদুদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন নির্মাণ বা স্থাপনের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সীর সম্মতি ব্যতিরেকে তাহার সরবরাহ এলাকায় কোন লাইসেন্সীকে অনুরূপ ক্ষমতা অর্পণ করা যাইবে না, যদি না সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, তাহার সম্মতি অযৌক্তিভাবে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে;

(খ) যে ব্যক্তিকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইবে তিনি লাইসেন্সীর সঙ্গে অনুরূপ সরবরাহ গ্রহণ বিষয়ে সুস্পষ্ট চুক্তিতে না আসিলে এইরূপ ক্ষমতা অর্পণ করা যাইবে না;

(গ) রাস্তা, ভূগর্ভস্থ নর্দমা বা টানেলের নিয়ন্ত্রণকারী স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা টেলিগ্রাফ কর্তৃপক্ষের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে উক্তরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত লাইসেন্সী তাহার সরবরাহ এলাকার বাহিরে কোন রাস্তা বা কোন ভূগর্ভস্থ নর্দমা, টানেল বা টেলিগ্রাফ লাইন উম্মুক্ত করিতে বা ভাঙ্গিতে পারিবে না:

(ঘ) উপরোক্ত অবস্থা ব্যতীত এই আইনের বিধানাবলি এই ধারার অধীন সরবরাহের ক্ষমতা প্রদানের ক্ষেত্রে এমনভাবে কার্যকর হইবে যেন সরবরাহ এলাকার মধ্যে উল্লিখিত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইয়াছে।

নবম অধ্যায়

নীতি, সংস্কার এবং পুনর্গঠন

৫৩। জাতীয় বিদ্যুৎ নীতি।- সরকার বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনে জাতীয় বিদ্যুৎ নীতি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৫৪। জাতীয় বিদ্যুৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা।- ধারা ৫৩ এর অধীন প্রণীত জাতীয় বিদ্যুৎ নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নসহ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে এবং তাহা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

৫৫। বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার এবং পুনর্গঠন।- (১) বিদ্যুৎ ইউটিলিটি প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রাহকগণকে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান, উচ্চ গুণগত মানের বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রদান এবং দেশের দীর্ঘ মেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে সরকার বিদ্যুৎ খাতে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পুনর্গঠন করিতে পারিবে।

(২) বিদ্যুৎ খাতে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকার, উপযুক্ত মনে করিলে, উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের জন্য এক বা একাধিক বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ বোর্ড বা হোল্ডিং কোম্পানি গঠন করিতে পারিবে।

দশম অধ্যায়

সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা

৫৬। রেলপথ, হাইওয়ে, বিমান বন্দর, জলপথ, খাল, ডক, ঘাট ও জেটি এবং পাইপ সংরক্ষণ।- বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, সরবরাহ বা ব্যবহারের সহিত যুক্ত কোন ব্যক্তি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রেলপথ, হাইওয়ে, বিমান বন্দর, জলপথ, খাল, ডক, ঘাট ও জেটি এবং পাইপ-এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন, সুরক্ষা বা নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

৫৭। টেলিগ্রাফ, টেলিফোনিক বা বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় সংকেত প্রদানকারী লাইনের সংরক্ষণ।- বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, সরবরাহ এবং ইহার ব্যবহারের সহিত যুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি, অতঃপর এই ধারায় অপারেটর বলিয়া উল্লিখিত, তাহার বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইন এবং অন্যবিধ পূর্তকর্ম নির্মাণ, প্রতিষ্ঠা বা স্থাপনকালে যৌক্তিক সতর্কতা অবলম্বন করিবেন, যেন আবেশ (ইনডাকশন) বা অন্যবিধভাবে টেলিগ্রাফিক, টেলিফোনিক বা বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় সংকেত প্রদানকালে যোগাযোগ কাজের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলিতে না পারে।

৫৮। দূর্ঘটনা এবং তদন্তের নোটিশ।- (১) বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, সরবরাহ বা ব্যবহারের ফলে কিংবা বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা অন্যবিধ কার্যের ফলে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিলে এবং ইহাতে মানুষ ও প্রাণীসম্পদের প্রাণহানি বা শারিরীক ক্ষতি সাধিত হইলে বা

হইবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হইলে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি উক্ত ঘটনা বা ক্ষতির বিষয়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক-এর নিকট বা সরকারের সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(২) বিধিতে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী কোন ব্যক্তির তদন্তের স্বার্থে সাক্ষ্য হাজির বা কোন দলিল বা বস্তু দাখিলের নির্দেশনা দানের ক্ষেত্রে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সালের ৫ নং আইন)-এর অধীন দেওয়ানি আদালতের সকল ক্ষমতা থাকিবে এবং দণ্ডবিধির ১৭৬ ধারা মোতাবেক এই নির্দেশনা প্রতিপালনে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাধ্য থাকিবেন।

৫৯। ভূমির সহিত সংযোগে (earthing) বিধি-নিষেধ এবং কতিপয় ত্রুটির ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপের ক্ষমতার বিধান।- (১) কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, সরবরাহ বা ব্যবহারে তাঁহার বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইনের কোন অংশকে ভূমির সহিত সংযুক্ত করিতে পারিবে না।

(২) সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে-

(ক) উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের কোন অংশ ভূমির সহিত সংযোগ করা হইয়াছে; বা

(খ) বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, সরবরাহ বা ব্যবহার দ্বারা কোন বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা অন্যবিধ পূর্তকর্ম জননিরাপত্তা বা মানুষের জীবন বিপদের সম্মুখীন করিয়াছে বা অনিষ্টকরভাবে কোন বৈদ্যুতিক লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; বা

(গ) কোন বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা অন্যবিধ পূর্তকর্ম এমন ত্রুটিযুক্ত যে, উহা এই আইন বা বিধির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নয়;

সেইক্ষেত্রে সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা অভিযোগপ্রাপ্ত বিষয়ের উপর বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের বা পূর্তকর্মের মালিক বা ব্যবহারকারীকে আদেশে উল্লিখিত প্রতিকারের জন্য নির্দেশ দিবে এবং একইভাবে যতদিন পর্যন্ত আদেশ অনুযায়ী কাজ করা না হয় ততদিন পর্যন্ত বা আদেশে উল্লিখিত সময় পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্ম ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

৬০। বিদ্যুৎ বিতরণ ও ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ।- লাইসেন্সের শর্তাধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন বিতরণ লাইসেন্সী বা অন্য কোন লাইসেন্সী ব্যতীত, কোন ব্যক্তি, সরকারের পূর্বানুমোদন এবং এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধির বিধানাবলী প্রতিপালন ব্যতীত বিধিতে উল্লেখিত স্থানে ১ (এক) কিলোওয়াটের অধিক হারে বিদ্যুৎ বিতরণ বা ব্যবহার করিতে পারিবে না।

৬১। নিরাপত্তা বিষয়ক ম্যানুয়েল প্রণয়ন।- বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক বা সরকারের সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে কমিশন ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত আলোচনাক্রমে নিরাপত্তা বিষয়ক ম্যানুয়েল প্রণয়ন করিতে পারিবে।

একাদশ অধ্যায়

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

৬২। পাওয়ার সেল গঠন।– সরকার এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কাজে সরকারকে কারিগরী ও পলিসি নির্ধারণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন একটি 'পাওয়ার সেক্টর মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন সেল' অতঃপর 'পাওয়ার সেল', প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে, যাহার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬৩। বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক নিয়োগ।– (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, একজন বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যুৎ পরিদর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে, যাহার যোগ্যতা, নিয়োগ পদ্ধতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, দায়িত্ব ও কার্যাবলী বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) বিদ্যুৎ সরবরাহ কার্যে নিরাপত্তার অংশ হিসাবে সরকার বৈদ্যুতিক কাজের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত প্রকৌশলী, ঠিকাদার ও অন্যান্য কর্মীদের পেশাগত উচ্চ মান নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত করিয়া বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড গঠন করিতে পারিবে, যাহা লাইসেন্স ও সনদ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

৬৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৬৫। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।- অত্র আইনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়ন ও অধিকতর স্পষ্টীকরণের উদ্দেশ্যে কমিশন, বিদ্যুৎ বোর্ড, হোল্ডিং কোম্পানি বা বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

অপরাধ ও দণ্ড

৬৬। বিদ্যুৎ চুরি।– (১) যদি কেহ অবৈধ পন্থায় বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ করিয়া ব্যবহার বা ভোগ করে, তবে তিনি বিদ্যুৎ চুরি করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) অনুরূপ নিষ্কাশন, ব্যবহার বা ভোগের সহিত সম্পর্কিত যে কোন যন্ত্র, কৌশল বা কৃত্রিম পদ্ধতির অস্তিত্ব এই প্রকারের নিষ্কাশন, ব্যবহার বা ভোগের সাক্ষ্য হিসাবে আদালতে গ্রহণযোগ্য হইবে।

৬৭। বিদ্যুৎ চুরির দণ্ড।– (১) যদি কেহ অনুর্দ্ধ ১০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ চুরি করেন তাহা হইলে অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড অথবা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন ।

(২) বিদ্যুৎ চুরির পরিমাণ ১০ (দশ) কিলোওয়াটের উর্ধ্বে হইলে অনধিক ৫ বৎসর কারাদণ্ডে, যাহার মেয়াদ ২ (দুই) বছরের কম হইবে না, এবং অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা যাহার পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজারের কম হইবে না, দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন ।

৬৮। কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপনের দণ্ড।– (১) কোন ব্যক্তি, কোনরূপ সুবিধা আদায় করিয়া বা না করিয়া, অবৈধ উপায়ে লাইসেন্সীর বিদ্যুৎ সংযোগ, ভোগ বা ব্যবহারের জন্য কোন যন্ত্র, ডিভাইস বা কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপন বা ব্যবহার করিলে তিনি ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন ।

(২) যদি কোন চত্বরে কোন যন্ত্র, ডিভাইস বা কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপনের মাধ্যমে এইরূপ গ্রহণ, ভোগ বা ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ভিন্নরূপ কিছু প্রমাণিত না হইলে, ধরিয়া লওয়া হইবে যে, অনুরূপ ব্যক্তি এই ধারার অধীন অপরাধ করিয়াছেন।

৬৯। বিদ্বেষপরায়ণবশত বিদ্যুৎ অপচয় অথবা বিদ্যুৎ স্থাপনার ক্ষতি সাধন করিবার দণ্ড।- (১) কোন ব্যক্তি বিদ্বেষপরায়ণবশত বিদ্যুৎ অপচয় করিলে বা বিদ্যুতের সরবরাহ ঘুরাইয়া দিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কোন বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা বিদ্যুৎ স্থাপনা কাটিয়া দিলে অথবা অনিষ্ট সাধন করিলে অথবা কাটিতে বা অনিষ্ট সাধন করিতে উদ্যত হইলে, তিনি অন্যূন ১ (এক) বৎসর এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭০। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা হইতে লাইন সামগ্রী, টাওয়ারের অংশ, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি চুরির দণ্ড।- (১) যদি কেহ অসৎ উদ্দেশ্যে কোন লাইসেন্সীর মালিকানাভুক্ত বিদ্যুৎ সরবাহ লাইন হইতে কোন লাইন সামগ্রী, যথা- পোল, টাওয়ারের বিশেষাংশ, কন্ডাক্টরস, ট্রান্সফরমার অপসারণ, বিদ্যুৎ স্থাপনা, বিনষ্ট, চুরি বা ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিসাধন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ড যাহার মেয়াদ ২ (দুই) বছরের কম হইবে না, এবং অনধিক ১ (এক) লাখ টাকা জরিমানা, যাহার পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজারের কম হইবে না, দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭১। চুরিকৃত মালামাল অসাধুভাবে দখলে রাখিবার দণ্ড।- (১) কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ লাইনের সরঞ্জাম অথবা উপকেন্দ্রের সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি অসাধুভাবে অথবা উক্ত মালামাল চুরি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত চোরাই মালামাল নিজ দখলে রাখেন, সেই ব্যক্তি উহা অসাধুভাবে গ্রহণ বা দখলে রাখিবার জন্য ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭২। লাইসেন্সবিহীন ব্যক্তি কর্তৃক বিদ্যুৎ সরবরাহের দণ্ড।- (১) কোন ব্যক্তি কমিশন আইন এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবসায় লিপ্ত হইলে তিনি অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কমিশনের অথবা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত এই ধারায় কৃত অপরাধের জন্য কোন মামলা আমলে নেওয়া যাইবে না।

৭৩। অবৈধ, ত্রুটিযুক্ত সরবরাহ বা আদেশ পালন না করিবার জন্য দণ্ড।- (১) যদি কেহ-

(ক) ধারা ৫২ অথবা ৯২ এর বিধান সাপেক্ষে, লাইসেন্সী হিসাবে সরবরাহ এলাকার বাহিরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেন কিংবা কোন বিদ্যুৎ লাইন বা পূর্তকর্ম স্থাপন করেন; অথবা

(খ) লাইসেন্সী হিসাবে এই আইন বা বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন করিলে কিংবা তাহার লাইসেন্সে বর্ণিত শর্তাবলী প্রতিপালন না করেন বা যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করেন;

তবে তিনি ১ (এক) বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানায় দণ্ডিত হইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কেহ ক্ষেত্রমতে ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭ ও ৫৭ ধারার বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, যদি আদালত এমন অভিমত পোষণ করেন যে, বিষয়টি জরুরী প্রকৃতির ছিল এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি অবস্থা অনুযায়ী যুক্তিগ্রাহ্যভাবে এই আইনের বিধান প্রতিপালন করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে তিনি দণ্ডনীয় হইবেন না।

৭৪। অবৈধভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ বা ব্যবহারের দণ্ড।- যদি কেহ ধারা ৬০ এর বিধান লঙ্ঘন পূর্বক প্রয়োজনীয় নোটিশ প্রদান না করিয়া অবৈধভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ বা ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭৫। লাইসেন্সীর মিটার, পূর্তকর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং বিদ্যুতের অনুচিত ব্যবহারের দণ্ড। (১) যদি কেহ -

(ক) লাইসেন্সীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত ধারা ৪২ এ উল্লিখিত কোন মিটার, সর্বোচ্চ চাহিদা নির্দেশক বা অন্য কোন পরিমাপ যন্ত্র, লাইসেন্সী কর্তৃক যে লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়, উহার সহিত সংযোগ স্থাপন করে বা উহাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে;

(খ) উক্তরূপ মিটার, নির্দেশক বা যন্ত্র বিদ্যুৎ লাইন বা অন্য কোন পূর্ত কর্মের সহিত পুনঃসংযোগ স্থাপন করে, যাহা লাইসেন্সী বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল;

(গ) লাইসেন্সীর লিখিত সম্মতি ব্যতীত লাইসেন্সীর মালিকানাধীন অন্য কোন স্থাপনার সহিত যোগাযোগ রক্ষার্থে কোন যন্ত্র স্থাপন করে বা সংযোগ স্থাপন করে;

(ঘ) অবৈধভাবে লাইসেন্সীর মিটার, নির্দেশক বা যন্ত্রের ক্ষতিসাধন করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে মিটার, নির্দেশক বা যন্ত্রের ইনডেক্স পরিবর্তন করে অথবা উহাদের যথাযথ রেজিস্ট্রারে বাধার সৃষ্টি করে;

(ঙ) লাইসন্সী কর্তৃক সরবরাহকৃত বিদ্যুতের, উচ্চতর হার পদ্ধতির পরিবর্তে নিম্নতম হার পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বা কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে লাইসেন্সীর বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা বিদ্যুৎ স্থাপনার নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটায় বা কৌশলে বিদ্যুৎ সরবরাহ কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এমন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে;

তবে তিনি, অনধিক ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) যদি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত মিটার, সর্বোচ্চ চাহিদা নির্দেশক বা অন্য কোন পরিমাপ যন্ত্র গ্রাহকের তত্ত্বাবধানে বা নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিলে, উহা তাহার সম্পত্তি হউক বা না হউক, ভিন্নরূপ কোন কিছু প্রমাণিত না হইলে, ধরিয়া লওয়া হইবে যে, অনুরূপ সংযোগ, যোগাযোগ বা ব্যবহারে গ্রাহক কর্তৃক জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত হইয়াছে।

৭৬। পাবলিক ল্যাম্প নির্বাপনের দণ্ড।- যদি কেহ অসৎ উদ্দেশ্যে কোন পাবলিক ল্যাম্প নির্বাপন করে তিনি অনধিক ২ (দুই) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭৭। বিদ্যুৎ স্থাপনা অনিষ্ট সাধনের দণ্ড।- (১) কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি নাশকতার মাধ্যমে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্ত করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্রের উপর বিদ্যুৎ সরবরাহ বাধাগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে বা রাখিলে তিনি ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি অবহেলাবশতঃ ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্ত করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্রের উপর বিদ্যুৎ সরবরাহ বাধাগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে বা রাখিলে তিনি ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭৮। অবৈধভাবে পার্শ্ব সংযোগ প্রদানের দণ্ড।- কোন ব্যক্তি লাইসেন্সীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত নিজের বৈধ মিটার হইতে অন্য কোন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে পার্শ্ব সংযোগ প্রদান করিলে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। ।

৭৯। অন্যবিধভাবে বিধান রাখা হয় নাই এইরূপ অপরাধের দণ্ড।- এই আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধের মধ্যে যেইগুলি উল্লিখিত হয় নাই এইরূপ অপরাধের জন্য অথবা এই আইনের কোন বিধান কিংবা ইহার অধীন জারীকৃত কোন আদেশ কিংবা লাইসেন্সী কর্তৃক প্রদত্ত কোন শর্ত প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে তাহার জন্য দায়ী ব্যক্তি ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৮০। অন্তর্ঘাতমূলক কার্যের দণ্ড।- যদি কেহ স্বেচ্ছাকৃতভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন অথবা বিতরণ ব্যবস্থার এমন ক্ষতিসাধন করে যে একটি এলাকার বা একটি জনগোষ্ঠীর বা সারা

দেশের সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের [Special Powers Act, 1974 (Act NO. XIV of 1974)] ১৫ ধারায় বর্ণিত 'অন্তর্ঘাতমূলক কার্য' সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৮১। অপরাধ সংঘটনে সহায়তাকারীর দণ্ড।- যদি কেহ এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তা দান করে, দণ্ড বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তিনি উক্ত ধারায় নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যাঃ কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি তিনি-

(ক) কোন ব্যক্তিকে অপরাধ সংঘটনে প্ররোচিত করেন;

(খ) এক বা একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে এ আইনে বর্ণিত অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন;

(গ) অপরাধ সংঘটনে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সহায়তা করেন, অথবা

(ঘ) অপরাধ সংঘটনে যে কোন ধরণের সহায়তা প্রদান করেন।

৮২। সরকারি কর্মচারিদের অপরাধের দণ্ড।– (১) কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন বা বিতরণ কাজে নিয়োজিত সরকারি অথবা বেসরকারি কোন সংস্থা, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারি হইয়াও এই আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটিত করে বা অপরাধ সংঘটনের সাথে সরাসরি বা প্রকারান্তরে জড়িত থাকে, অথবা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা প্রদান করে, তাহা হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) এই আইনের অধীনে অপরাধ সংঘটনের কোন ঘটনা অবহিত হইয়াও তিনি যদি যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, যাহা করা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, অথবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করেন, তাহা হইলে তিনি অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা প্রদান করিয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

৮৩। একই অপরাধ পুনরায় সংঘটনের দণ্ড।- একই অপরাধে দণ্ডিত হওয়ার পর কেউ পুনরায় একই অপরাধ সংঘটিত করিলে সংশ্লিষ্ট ধারায় নির্ধারিত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৮৪। দন্ডাদেশ অন্য দায়কে হ্রাস করিবে না।- এই আইনের অধীন অর্থদণ্ড প্রদানযোগ্য বা এমনতর অভিযোগের সহিত যুক্ত অপরাধীকে আরোপিত অর্থদণ্ড ক্ষতিপূরণ প্রদানের অতিরিক্ত হইবে এবং ইহা অভিযুক্তের ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়কে হ্রাস করিবেনা।

৮৫। সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে দণ্ড।- সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান বা সরকারের সম্পূর্ণ বা আংশিক মালিকানাধীন কোম্পানি কর্তৃক বিদ্যুৎ সরবরাহ বা পূর্তকর্মে এই আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

৮৬। কোম্পানি বা সংস্থা কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ- (১) এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনকারী বা প্ররোচনা প্রদানকারী কোন কোম্পানি বা সংস্থা হইলে, অপরাধ সংগঠনের সময়

উহার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কোম্পানির কার্য নির্বাহার্থে কোম্পানির নিকট দায়ী এইরূপ ব্যক্তি উক্ত অপরাধের জন্য দায়ী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরসহ শাস্তি প্রদান করা যাইবে।

(২) কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়টি বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৮৭। মামলা দায়ের।- (১) ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ এর ৫ নং আইন) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০ ও ৮৯ ধারাসমূহের আওতায় সংঘটিত অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (cognizable), অজামিনযোগ্য (non-bailable) এবং আপোষযোগ্য নহে (non-compoundable) হইবে এবং ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ও ৮৮ ধারাসমূহের আওতায় সংঘটিত অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (cognizable), জামিনযোগ্য (bailable) এবং আপোষযোগ্য নহে (non-compoundable) হইবে।

(২) এই আইনের ৮১ ধারায় বর্ণিত অপরাধে সহায়তার ক্ষেত্রে আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা এবং আপোষযোগ্যতা মূল ধারার অনুরূপ হইবে।

(৩) কোন আদালত কোন লাইসেন্সীর নিয়োগপ্রাপ্ত অন্যূন সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী জেনারেল ম্যানেজার বা তৎপদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কর্মকর্তার প্রতিবেদন ব্যতীত লাইসেন্সীয় কর্মকর্তা/ কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তার জন্য অভিযোগ আমলে গ্রহণ করিবে না।

(৪) সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সীর সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী জেনারেল ম্যানেজার বা তৎপদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কর্মকর্তার অভিযোগ ব্যতীত কাহারো বিরুদ্ধে এই আইন বা বিধির অধীন কোন অপরাধের জন্য কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না।

(৫) এ আইনের অধীনে অপরাধসমূহ বিচারের জন্য বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার উপস্থিতিতে সংঘটিত অপরাধের বিষয় সরাসরি আমলে নিতে পারিবেন।

৮৮। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার।- ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ এর ৫নং আইন) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এই আইনের অধীন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংগঠিত অপরাধের বিচার করিতে এবং সাজাদান করিতে পারিবে।

৮৯। মোবাইল কোর্ট আইনের আওতায় বিচার।- আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে বা ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ এর ৫নং আইন) - এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) প্রয়োগ করা যাইবে।

৯০। লাইসেন্সীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তল্লাশি করিবার ক্ষমতা।- (১) এই আইনের অধিনে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে লাইসেন্সীর নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার নিকট উপযুক্ত বিবেচিত হইলে নিম্নবর্ণিত যে কোন কাজ করিতে পারিবেন-

(ক) যদি তাহার বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, কোন জায়গা বা অঙ্গনে অননুমোদিত বিদ্যুৎ ব্যবহার হইতেছে তাহা হইলে উক্ত জায়গায় বা অঙ্গনে প্রবেশ, উহার দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ এবং তল্লাশি করিতে পারিবেন;

(খ) উক্তরূপ অননুমোদিত বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, ক্যাবল বা অন্য কোন যন্ত্র জব্দ বা অপসারণ করিতে পারিবেন; এবং

(গ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন হিসাব বহি বা দলিল পরীক্ষা বা জব্দ করিতে পারিবেন।

(২) যে জায়গা তল্লাশি করা হইয়াছে উহার দখলকার বা তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে উক্তরূপ তল্লাশি সম্পন্ন করিতে হইবে এবং জব্দকৃত জিনিসের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া উক্ত ব্যক্তির এবং কমপক্ষে দুইজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে হইবে:

(৩) তল্লাসী বা জব্দকরণের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ (১৮৯৮ এর ৫ নং আইন) - এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সহকারী প্রকৌশলী বা সমপর্যায়ের নিম্নের কোন কর্মকর্তাকে এ ধারার অধীনে তল্লাশির ক্ষমতা প্রদান করা যাইবে না।

৯১। মামলা দায়েরের কতিপয় ক্ষেত্রে করণীয়।- (১) এই আইনের কোন বিধানকে ক্ষুন্ন না করিয়া, বিদ্যুৎ চুরির ঘটনা জানিবার পর লাইসেন্সী তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে। উক্ত কর্মকর্তা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করিবার ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে অধিক্ষেত্র সম্পন্ন আদালত অথবা পুলিশ স্টেশনে লিখিতভাবে অভিযোগ দাখিল করিবেন।

(২) যদি গ্রাহক অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তি, বিদ্যুৎ চুরির ফলে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ করা হইয়াছে উহার তিনগুণ অর্থ, লাইসেন্সী কর্তৃক সরবরাহকৃত মিটার বা বিদ্যুৎ পরিমাপের যন্ত্রপাতির মূল্য, বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুনঃসংযোগ ফি এবং অন্যান্য খরচাদি, যদি থাকে, পরিশোধ করিতে চাহে, সেই ক্ষেত্রে লাইসেন্সী উপযুক্ত মনে করিলে, মামলা দায়ের হইতে বিরত থাকিতে পারিবে এবং অর্থ পরিশোধের আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে বিদ্যুতের পুনঃসংযোগ দিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, অত্র উপ-ধারা মোতাবেক গৃহিত পদক্ষেপ গ্রাহকের শুধুমাত্র প্রথমবারের অপরাধের ক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য হইতে পারে।

(৩) অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী এই আইনের অধীনে গৃহীত কোন কার্যক্রমের জন্য কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারি আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবে না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিবিধ বিষয়াদি

৯২। কতিপয় ক্ষেত্রে টেলিগ্রাফ কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ।- ধারা ১৯ হইতে ২৫ এবং ২৭ ও ২৮ ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, যে কোন ধরণের শর্ত ও বাধা নিষেধ আরোপণ সাপেক্ষে, বিদ্যুৎ সঞ্চালনের উদ্দেশ্যে বিদ্যুতের লাইন বা প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য এবং টেলিগ্রাফ আইন ১৮৮৫ মোতাবেক সরকার কর্তৃক স্থাপিত বা রক্ষণাবেক্ষণকৃত টেলিগ্রাফ লাইন বা খুঁটি স্থাপনের জন্য টেলিগ্রাফ কর্তৃপক্ষের যে কোন ক্ষমতা, কোন সরকারি কর্মকর্তা বা লাইসেন্সীকে অর্পণ করিতে পারিবে।

৯৩। বিরোধ নিষ্পত্তি।- (১) বিদ্যুৎ সরবরাহ বা ব্যবহার সংক্রান্ত উদ্ভুত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যে কোন পক্ষ কমিশনের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন বিরোধ কমিশনের নিকট প্রেরিত হইলে উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কমিশন আইন, ২০০৩ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(৩) বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি কমিশন কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৯৪। নোটিশ, আদেশ বা দলিল জারী।- (১) এই আইনের অধীন প্রদত্ত নোটিশ, আদেশ বা দলিল প্রাপকের নিকট বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি দ্বারা প্রেরিত হইবে।

৯৫। আইনের কতিপয় বিধানের অধীন আদায়যোগ্য অর্থ আদায়।- এই আইনের অধীন আরোপিত কোন জরিমানার অর্থ বা আদায়যোগ্য ফি এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে আবেদন করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মালিকানাধীন কোন স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক বা বিক্রয়ের মাধ্যমে আদায় করা যাইবে।

৯৬। বিদ্যুৎ সবরাহের জন্য দাবিকৃত বকেয়া অর্থ আদায়।- আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন বা দলিল বা চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীনে কোন গ্রাহকের নিকট বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য মূল্য বা অন্য কোন অর্থ বকেয়া থাকিলে, উহা Public Demands Recovery Act, 1913 (Ben. Act III of 1913)- এর অধীনে সরকারি দাবি হিসেবে আদায় করা যাইবে।

৯৭। পুলিশের সহায়তা গ্রহণ।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন লাইসেন্সী বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি পুলিশের সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজন মনে করিলে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ বরাবরে লিখিত আবেদন করিতে পারিবেন, যাহারা যথাযথ পুলিশী সহায়তা নিশ্চিত করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত লিখিত আবেদনের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার, মহানগর এলাকার ক্ষেত্রে মহানগর পুলিশ কমিশনার, জেলা প্রশাসক কিংবা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৯৮। এখতিয়ারে বাধা।– (১) যদি লাইসেন্সী ধারা ৯০ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত নোটিশ প্রদান করে বা এই আইনের অধীনে উক্ত চত্বরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোন লাইসেন্সীকে উক্ত অঙ্গনে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন বা পুনঃস্থাপন করিবার জন্য কোন আদালত আদেশ দিতে পারিবে না।

(২) বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন বা পুনঃস্থাপন করার বিষয়টি বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৯৯। কোন ধরণের জরুরী অবস্থায় বিশেষ ক্ষমতা।- বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন ধরণের স্থাপনায় জরুরী অবস্থার উদ্ভব ঘটিলে, ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুৎ সেবা অব্যাহত রাখিবার স্বার্থে সরকার উক্ত স্থাপনায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা প্রদান পূর্বক বিধিতে বর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১০০। জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিস।- বিদ্যুৎ একটি সংবেদনশীল ও অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ হিসাবে বিবেচিত হওয়ায়, ইহার উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থাকে সার্বক্ষণিকভাবে সচল রাখিবার স্বার্থে, অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দি এসেন্সিয়াল সার্ভিসেস (মেইনটেনেন্স) এ্যাক্ট, ১৯৫২, দি এসেন্সিয়াল সার্ভিসেস (সেকেন্ড) অর্ডিনেন্স, ১৯৫৮, দি এসেন্সিয়াল সার্ভিসেস ল'স (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ অনুযায়ী বিদ্যুতের উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের সহিত সংশ্লিষ্ট সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকুরী সরকারের জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিস হিসাবে গণ্য হইবে।

১০১। বিদ্যুৎ লাইসেন্সী'র প্রতিষ্ঠানকে শ্রম আইন-এর আওতা বহির্ভূত রাখা।- বিদ্যুতের সংবেদনশীলতা ও অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনায় এবং জননিরাপত্তার স্বার্থে আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শ্রম আইন ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১(৪) মোতাবেক বিদ্যুৎ লাইসেন্সীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে উক্ত আইন প্রযোজ্য হইবে না।

১০২। সরকারি কর্মচারি হিসাবে গণ্য।- অত্র আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বোর্ড, সংস্থা ও কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর Section 21-এর Public Servant (সরকারি কর্মচারি) অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই অর্থে কর্মচারি হিসাবে গণ্য হইবেন।

১০৩। সরল বিশ্বাসে কৃত কর্মের রক্ষণ।- এই আইনের আওতায় কোন সরকারি কর্মচারি কর্তৃক এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের জন্য আদালতে কোন ধরণের মোকদ্দমা বা অনুরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

১০৪। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) অত্র আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে The Electricity Act, 1910, অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উক্ত আইন রহিত হওয়া সত্ত্বেও-

(ক) উক্ত আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত ব্যবস্থা, সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) উক্ত আইনের অধীন প্রণীত সকল বিধি, প্রদত্ত সকল আদেশ, জারিকৃত সকল প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত বা জারিকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) উক্ত আইন দ্বারা বা উহার অধীন আরোপিত কোন কর, ফিস বা জরিমানা বা অন্য কোন পাওনা, এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে অনাদায়ী থাকিলে, তাহা উক্ত আইন অনুযায়ী এমনভাবে নিষ্পন্ন হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই।

(ঘ) উক্ত আইনের আওতায় দায়েরকৃত বর্তমানে চলমান ফৌজদারী মামলা, উক্ত আইন অনুযায়ী এমনভাবে নিষ্পন্ন হইবে, যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই।

(ঙ) এই আইনের অধীন প্রণীত তফসিল, বিধি অথবা প্রবিধি জারি না হওয়া পর্যন্ত ইতোপূর্বে প্রণীত **"তফসিল"**, "The Electricity Rules-1937", "The Electricity Regulation-1961" - এর কার্যকারিতা বলবৎ থাকিবে।

১০৫। অন্য আইনের উপর প্রাধান্য।- আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অত্র আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

১০৬। জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা।- এই আইনের কোন বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, সরকার অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত বিধানের স্পষ্টিকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিবে।

১০৭। ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ।- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) এই আইনের বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।